ক্ষুদ্রঋণ মেলা-২০০৮'এর সমাপনী অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

ঢাকা, মঙ্গলবার, ২৯ এপ্রিল ২০০৮, ১৬ বৈশাখ ১৪১৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনাব সভাপতি,
ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ,
মেলায় অংশগ্রহণকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ,
পিকেএসএফ'এ কর্মরত প্রাক্তন সহকর্মীবৃন্দ,
সুধীমণ্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

২০০৬ সালে পল্লী কর্মসংস্থান ফাউণ্ডেশন আয়োজিত প্রথম ক্ষুদ্রঋণ মেলায় সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী হিসেবে আমি উপস্থিত ছিলাম। সে-সময়েই প্রতিবছর ক্ষুদ্রঋণ মেলা আয়োজনের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। এরপর গতবছর অর্থাৎ ২০০৭ সালেও সরকার প্রধান হিসেবে এই মেলায় আসার সুযোগ আমার হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ আয়োজিত ক্ষুদ্রঋণ মেলার এই সমাপনী ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে আজ আমার আগমন।

পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই মেলার আয়োজন অব্যাহত থাকায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলা নববর্ষের শুরুতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত ক্ষুদ্রঋণ উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ এই মেলাকে একটি সার্বজনীন রূপ দিয়েছে। আমি মেলায় অংশগ্রহণকারীরা-সহ উপস্থিত সবাইকে মোবারকবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

২০০৭ সালে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীতে প্রশংসনীয় অবদান রাখার জন্য পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে আজ যে তিনটি সহযোগী সংস্থা পুরস্কৃত হয়েছে এবং দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য যাঁকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে, তাঁদের সবার প্রতি আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন রইল। তাঁদের এই স্বীকৃতি ক্ষুদ্রঋণ ও দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচীতে নিয়োজিত অন্যদেরকেও অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সুধীমণ্ডলী,

আপনারা জানেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে গত বছর ছিল ভয়াবহতম এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের বছর। একে সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করে দেশের জনগণ ইতিমধ্যেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় অনেকাংশে ফিরে এসেছে। এর মাধ্যমে তাদের অদম্য স্পৃহা ও সহজাত শক্তি বিশ্ববাসীর কাছে আরো একবার প্রতিভাত হলো। দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে পিকেএসএফ ও তার সহযোগী সংগঠনগুলো যে ত্বরিত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছিল সেজন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

পিকেএসএফ মঙ্গা নিরসনেও একটি দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই কার্যক্রমে লব্ধ অভিজ্ঞতা ঘূর্ণিঝড় সিডর কবলিত এলাকায় অতি দরিদ্রদের পুনর্বাসনে ব্যবহৃত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় রাজশাহী বিভাগে বিদেশ থেকে প্রেরিত রেমিটেন্সের হার ও উপকারভোগী গৃহস্থালীর সংখ্যা অনেক কম। তাই দারিদ্র নিরসনে মঙ্গাকবলিত এলাকার শ্রমজীবীদেরকে বিদেশে পাঠানোর ব্যাপারেও পিকেএসএফ অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। এই উদ্যোগ স্থানীয় পর্যায়ে দারিদ্র নিরসনে সরাসরি অবদান রাখবে।

দারিদ্র বিমোচনের সহায়ক শক্তি হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আমরা সবাই কমবেশী জানি। ক্ষুদ্রঋণের ব্যপ্তি ও গভীরতা বাড়িয়ে এবং এর বহুমুখী প্রয়োগের মাধ্যমে এক্ষেত্রে আরো ফলপ্রসূ অবদান রাখা সম্ভব। অতি দরিদ্রদের জন্য এ কার্যক্রমকে এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে করে দেশের সকল দারিদ্রপ্রবণ এলাকা এর আওতায় আসে এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক উপকারভোগী এতে সম্পৃক্ত হয়। বর্তমান প্রেক্ষিতে অতি দরিদ্রদের কার্যক্রমে ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি সীমিত অনুদান প্রদানের কথাও বিবেচনা করা যায়।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপকগণ,

দেশে দারিদ্র বিমোচন প্রয়াসকে গতিশীল করতে আপনাদেরকে উপকারভোগীদের চাহিদা অনুযায়ী নিত্য-নতুন ক্ষুদ্রঋণ পরিসেবা উদ্ভাবন করতে হবে। ইতোমধ্যে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের যে বিস্তৃতি ঘটেছে তা আরো সম্প্রসারিত করতে হবে। এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণের প্রায়োগিক সীমানার বিস্তার ঘটবে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থানে আরো অধিক হারে ক্ষুদ্রঋণ মেলা আয়োজন করে উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শন ও বিপণনের সুযোগও বাড়াতে হবে।

সুধীমন্ডলী,

আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা আজ বড় অংকের ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোগ পরিচালনা করছেন। তাঁদের অনেকেই আজ মাঝারি মানের উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। স্বকর্মসংস্থান ভিত্তিক কর্মকাণ্ড থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে 'ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ কার্যক্রম' বিশেষ অবদান রাখে। এক্ষেত্রে পণ্যের মানোন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণের বাধাসমূহ দূর হলে এর সফলতা আরো বিস্তৃত হবে। দেশের বিভিন্ন শহরে ক্ষুদ্রঋণ মেলার আয়োজন করলে উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শন ও বিপণনের সুযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে।

ব্যাংকিং খাত থেকেও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থাদের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য ঋণ সুবিধা সম্প্রসারিত করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এর মাধ্যমে ঋণদাতা ও গ্রহীতা উভয়েই লাভবান হবে। এক্ষেত্রে অর্থাৎ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যাংকিং খাতের সাথে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে পিকেএসএফ অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। আরো যেসকল ক্ষেত্রে পিকেএসএফ বিশেষ উদ্যোগ নিতে পারে তার মধ্যে আছে কৃষিকাজ তথা শস্য, মৎস্য ও পশু-সম্পদ উপখাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি; সুষম সার প্রয়োগের মতো বিষয়ে কৃষকদেরকে কারিগরি সহায়তা প্রদান; প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির মতো পরিস্থিতি মোকাবেলায় অতি দরিদ্রদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ; ক্ষুদ্রঋণের সাথে অনুদানের সমন্বয় সাধন; এবং অঞ্চলভিত্তিক ও পেশাভিত্তিক উন্নয়ন ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ।

উন্নয়নকর্মীবৃন্দ,

আপনারা জানেন, কৃষিখাতের উন্নয়ন ছাড়া দেশে দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব নয়। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে খাদ্য ঘাটতি অনুভূত হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তার উপর তাই আমাদেরকে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এজন্য কৃষি খাত, বিশেষতঃ শস্য উপখাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। পিকেএসএফ ইতোমধ্যেই প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ

সম্প্রসারণ করছে। এ কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধির প্রচুর সুযোগ আছে। ঋণ প্রদানের পাশাপাশি কৃষকদেরকে কারিগরি সহায়তাদানও বাড়াতে হবে।

বাণিজ্যিকভাবে পোল্ট্রি ও পশুপালনকে উৎসাহিত করতে পিকেএসএফ মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এটা দরিদ্র মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সামগ্রিক কৃষি খাতে সার্বিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে সফল হতে হলে পিকেএসএফ'কে অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা উভয় দিকেই নজর দিতে হবে। মৎস্য ও পশু-সম্পদ উপখাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি অগ্রাধিকার পাবার দাবী রাখে। আমি আশা করি, পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা এদিকে দৃষ্টি দেবেন।

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ,

একটি ক্ষুদ্রঋণ অর্থায়নকারী সংস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে পূর্ণ মাত্রার উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হওয়ার সময় ও সুযোগ পিকেএসএফ-এর এখন এসেছে। প্রফেসর ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদের ভাষণে দেশের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহ চিন্তা করছে এবং ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কর্মকান্ড গ্রহণ করছে জেনে আমি আরও আনন্দিত। পেশা ও অঞ্চলভিত্তিক দারিদ্র-বিমোচন কর্মকাণ্ড, কৃষিখাতে ঋণ সহায়তা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র-উদ্যোগী ঋণের পরিসর সম্প্রসারণ, ইত্যাদি কার্যক্রমে সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে এই রূপান্তর প্রক্রিয়া বেগবান করা সম্ভব। দেশের আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের সাথে সাযুজ্য বিধান করে পিকেএসএফ-এর বিকাশ হতে হবে বহুমাত্রিক ও বাস্তবভিত্তিক।

পরিশেষে দেশ ও জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণকে সবার উপরে স্থান দিয়ে একটি আলোকিত ভবিষ্যত বিনির্মাণে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস সফল হোক, এই কামনা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

.....